প্রকাশক :
নীলিমা কর
কুলগাছিয়া, হাওড়া

মুদ্রক :
সুধীরচন্দ্র মণ্ডল
রূপনারায়ণ প্রেস
কোলাঘাট, মেদিনীপুর

প্রচ্ছদ :
তপন কর

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
বাসুদেব ঘোশেল

প্রথম প্রকাশ :
বাংলা বনধ্, ২৭শে নভেম্বর, ১৯৬০

পরিবেশক :
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০০০৯

আমার যে সব বন্ধুরা বেঁচে থেকেও আমার কাছে মৃত তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

তুমি তো বকুল

বল না বকুল
তুমি কি ফুল
শুধু খেলিবার তরে
কোথা কোন্ খেলা ঘরে
কর খেলা
নিশি বেলা
কার বেণী 'পরে

আমি যে আকুল
ব'সে নদীর এ কুল
সুবাস আসে না ভেসে বাতাসে
শুধু মেঘ বরষায় অকারণ জমে আকাশে

তাই যদি ভেসে যাই
দেখ যদি আমি নাই
কোর নাকো ভুল
তুমি তো বকুল
বুঝি দেখা হবে
আজ কিংবা কবে
বেণী হতে খ'সে
যদি আসে ভেসে
প্রলয় স্রোতের মাঝে
নির্জন বিষণ্ণ সাঁঝে
এ নদীর কোন এক পারে
হাতে হাত মিলে যেতে পারে ॥

জীবন ১

গাড়ীর চাকা
চললে গাড়ী ঘুরবেই
এই তো জীবন
যেমন তেমন কাটবেই।

সুখ অসুখ বিসুখ ইত্যাদি
জন্ম জীবন মৃত্যু ইত্যাদি
আসা থাকা যাওয়া ইত্যাদি
এবং অথচ অথবা প্রভৃতি ইত্যাদি
…এমনি এ এক রকম তরকারী
ঈশ্বর নামে অদৃশ্য এক রাধুনী
নিত্যি শতেক হাজার লক্ষ প্রকারে
কালে কালে ঝোলে ঝালে রাধবেনই
আর জীবন
সে তো গাড়ীর চাকা
চললে গাড়ী ঘুরবেই।

তা ব'লে কি রাতের আকাশ
একলা দিনের ফাঁকা বাতাস
বুকটা পেতে একটু মেখে নেব না
ঠাণ্ডা লেগে অসুখ বিসুখ করে
তো করুক না।

জন্ম জীবন এলাম গেলাম এই তো এই
এর মধ্যেই
কাঁচের দেওয়াল ভেঙে আমি একটি বার
পারব নাকি ছুঁতে
আমার বুকে রাখা একটা গোলাপ হাত

এই তো হাত
কাঁচের ওপাশ
দৃষ্টি আছে হাসি আছে
কিন্তু কোন শব্দ নেই
স্পর্শ নেই
মিথ্যে এক কাঁচের দেওয়াল
মিথ্যে করে সব কিছুকে।
হায় সংসারটা এমনি করে চলবেই
আর জীবন: সে তো গাড়ীর চাকা
চললে গাড়ী ঘুরবেই।

হয়তো দেখা হবে

হয়ত দেখা হবে আবার কোন একদিন
গাঁয়ের মেঠো পথে কি তাল সুপারী ঘেরা
শ্যাওলায় বুঁজে যাওয়া পুকুরের পাড়ে—নয়
কর্‌করে শহরের ঝচঝচে পাকা রাস্তায় অনেক
জনের ভীড়ে একলা—নয়
কোন বাস কিংবা বাস-স্টপেজ
অথবা কোন দোকানে
হয়ত আড়চোখে দেখে নিয়ে আর তাকাবোই না
পাশ কাটিয়ে চলে যাব
অনেকটা দূরে গিয়ে হয়ত একবার ফিরেও তাকাবো
হয়ত আর দেখতেই পাবো না

অথবা পরস্পরকে কিছু বলবার জন্যে আবেগ কম্পিত অধরে
পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকবো
দুপাশ দিয়ে পথচারী চলে যাবে: আমরা নিশ্চল
সেই মুহূর্তে আমরা ভাবনা-চিন্তার অতীত এক অনুভূতিতে
বিহ্বল দৃষ্টি—নির্বাক ভাষাহীন নিশ্চল
শুধু মনে হবে: আমরা পরস্পরকে চিনি
বহুদিন চিনি
আমরা সেই....
শুধু আমরা দুজনে দুজনকে চিনি

হয়ত কেউ কোন কথা বলার আগেই
আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব: হয়ত আমরা হয়ত

স্বপ্ন পালাবার পথ পাবে না

ঘুমিয়ে নয় জাগরণেই স্বপ্ন দেখা উচিৎ
তাতে স্বপ্নসফলের পথ ভাবা যায়
এবং এটাও সত্যি—
স্বপ্নই অগ্রসরের দিক চিহ্ন

হে সুদূর স্পর্শিতভূমি আকাশ
তোমার নিমীলিত প্রান্তের নিঃসীম রহস্য
নিরবধি আমাকে ডাকছে—
আমি জানি না সেই অঘটিত ঘটনাপঞ্জীর কিছুই
তবুও অনুমান করতে পারি রুদ্ধদ্বার কক্ষের ছবি
দিগন্তেও তুমি দিশ্বিহীন আমি তা জানি
আকাশ
প্রতিটি ঋতুতে তুমি রূপ বদলাও
অপরূপ তুমি
আমার প্রতিটি পদক্ষেপকে তুমি বেসামাল করে দাও
দিগন্ত তুমি বড় চঞ্চলা

তবুও স্বপ্ন যতদূর তুমি যাও আমি যাই পিছু পিছু
একদিন শেষে তোমারও সম্মুখে দেখবে সমুদ্র
আর পিছন ফিরে দেখবে আমি দাঁড়িয়ে আছি
পূব পশ্চিম দুদিকে দুহাত বাড়িয়ে—
পালাবার পথ নেই!

আবার ডিসেম্বর মাস আসছে

দেখা হবে ডিসেম্বরে
হয়ত্‌ সেই চৌঠা ডিসেম্বর—
বিগত কোন অব্দে হয়েছিল বিচ্ছেদ।
আবার কম্পিত কালের-পদধ্বনি শুনি,
অক্টোবরের শীতের বাতাসে ভাসে তারই রেণু
তুমি নাকি কাছাকাছি কোথাও এসে পড়েছ।

না, আমি জানি আমার জন্যে নয়।
তোমার অভিপ্রেত হীরকখনি তুমি খুঁজিতেছ, খোঁজো
নিখুঁত প্রয়োগনৈপুণ্যে তুমি স্বীকৃত উচ্চাসনে, থাকো
হয়ত তোমার অধিকৃত সম্পদ আছে আমারই কুটীরের নীচে
আমি প্রান্তরে নেমে যাবো : দূরে,
তুমি পাতো তাঁবু শৌর্য্য শিকারে।

একই কক্ষে পরবাসী

প্রবাসে চেনা মুখ যেমন সুখ দেয় অপার
সেই সুখ সেইখানে কখনো যদি না হাসে
চেনা চোখ যদি না চোখ রাখে এই চোখে
প্রশ্বাসে তীর বেঁধে : অন্তরে পাষাণের ভার

একই জীবন নদী সুবর্ণরেখা
অজস্র প্রস্তরের খণ্ড সে নদীর বুকে
দুজনে দু'মঞ্চে ব'সে খুব কাছাকাছি
মাঝখানে ব'য়ে যায় সমাজ সংসার

কোন কথা নেই এখন, কালো পর্দা মাঝখানে
মনে হয় দড়ি-ছাড়া ঝুলে আছি উদ্বন্ধনে
না বলা হাজার কথা কাঁদে নিশীথে
বুকেতে পাষাণ ভার প্রশ্বাসে বদ্ধ ধোঁয়ার জ্বালা

এত তাড়াতাড়ি গতদিন হয়ে যায় অতীত : বিস্মৃত
জানিতাম না
এত তাড়াতাড়ি মনোভাব বদলায় : চাওয়ার প্রকরণ
বুঝিতাম না
তোমার চাওয়া বদলাতে—বদলে নিলে
আমার কথা তো ভাবলে না
এ যদি নিয়ম হয় মানুষের
তবে মানুষের হৃদয়বৃত্তি নিভে যাক
মুছে যাক চঞ্চল প্রেম-অভিনয়
নগদ পয়সা ফেলে বেচাকেনা হোক মানুষের জন্য মানুষ
আমি আর প্রবঞ্চক পৃথিবীতে আসিব না।

নীরখেলা শেষ হোক

কি ক'রে নতুন ঘর বাঁধি বড় দুর্ভাবনা
একটাই ভিটে আমার এতটুকু বুক কতটুকু হৃদয়
সেখানে প'ড়ে আছে ভাগাড়ে আধখাওয়া গরুর কাঠামো
দূরে ফেলে দিতে অবশেষটুকু বুঝিনা
কেন এত কাতরতা মায়াতো মোহে।

মানুষ জীবনভ'র কি স্বপনে কাটায় বালকভাবে
কঠিন জীবনভার হোঁচট দেয় না কো তাকে
তবে কেন প্রেমগাছ ম'রেও না মরে
কচিপাতা বুড়োডালে এখনো তো জাগে।

নীরখেলা শেষ হোক গাছেরা ডাকে
আকাশে শীতের বাতাস বাতাসে ফড়িং ভাসে
ঝরে পাতা ধুলো ওড়ে মাটি জাগে পুকুরের পাড়ে
উত্তর ভুবন থেকে বেণীর আভাস।

যেকথা বলেছি তাকে বলিনি হয়তো আমি
সে স্বপন ছিল : বসন্তের হিসেবে
এখন নতুন গান এসেছে : সুর দিতে হবে
তবু কেন এত কাতরতা মায়াতো মোহে।

সাগরে দেখা হ'লে

সাগরে দেখা হ'লে কি ক'রে কথা হবে
চল অরণ্যে যাই
যদি পাতার আড়াল থেকে কুহুস্বর ভেসে আসে
নয় নীরবেই থাকব।
গাছেদের ছায়ায় তোমার গাঢ় চোখ
অন্ততঃ আমার নিঃশ্বাসের স্পন্দন দেখবে

যদি গুহার নির্জন কন্দরে যাও
সেখানে পাষাণের নিস্পন্দ ভাষা
ব'লে দেবে আমার বুকের কথা
তাও মেনে নেব
কিন্তু সাগরে দেখা হ'লে কি করে কথা হবে
প্রবল জলোচ্ছ্বাসে দিশেহারা যে প্রতিক্ষণ।

চলো ঈশ্বরের কাছে

ঈশ্বর কত রাত অবধি কাজ করেন : কে জানে
অনেক কর্মচারীরই চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি থাকে
অতন্দ্র সজাগ কর্মীর বেতনও ভাল হয়
ঈশ্বরের বেতন কি কখনো কখনো বাকী পড়ে
কিংবা চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটির মধ্যেই ফাঁকি দিয়ে
কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নেওয়ার অভ্যাস আছে তাঁর
অথবা তিনি বেতনভোগী চরিত্রহীন বিচারকের মত
বাঁ হাত পিছনে চালিয়ে ঘুষ নেন

কারণ : অনেক কারণ আছে।
গফুরের কান্না থেকে শুরু ক'রে দেবদাস পর্যন্ত প্রত্যেকের
ফরম্যুলা তৈরী করেছিলেন তিনি নিজে
কিন্তু শেষ অংকের ফলাফল না ক'ষেই নিত্যদিন
লাখো গফুরের উৎপাদন ক'রে চলেছেন তিনি
কোন্ উদ্দেশ্যে জানিনা।
কিন্তু অবিলম্বে ঈশ্বর যে কলটি চালিয়ে এমন জাদুর খেলা খেলছেন
তা বন্ধ ক'রে দেওয়া দরকার
চল কে যাবে।
ভদ্রলোক হয়ত এখন ডিউটিতে আছেন
হয়ত দেখা পাওয়া যাবে তাঁর॥

সুখ সমস্যা

সুখের অভাবেই দুঃখ এবং দুঃখের অভাবে সুখ ইত্যাদি
বিবেচনার মধ্যপথে চিন্তা জাগে
খুব সমস্যা এটা।
সুখ না পেলেই দুঃখ
এরকম হবে কেন
সুখ না পেতে পারি তা বলে দুঃখ কেন
সুখ না থাকলেই কি অসুখ
তাই যদি হয় তবে অসুখ না থাকলে
অসুখ না থাকলেই কি সুখ
দুঃখ না থাকলেই কি আনন্দ
নিরানন্দ মানেই কি দুঃখ
এই দুই অবস্থার মধ্যবর্তী অবস্থাটা কি
অবাক নির্বাক বিস্ময় অচেতন বিমূঢ় ইত্যাদি
কি হতে পারে না
যা সুখও নয় দুঃখও নয়
কেবল মাত্র থাকা আছি আছি মাত্র
সুখেরও নয় দুঃখেরও নয়
আনন্দেও নয় নিরানন্দেও নয়—
শুধু আছি
সুখ থাক দুঃখ থাক শুধু আছি
কিন্তু কাটে কি কাল
ভরে কি মন
মনই তো চায় হয় সুখ নয় দুঃখ
তবে উপায়—
সুখের অভাবে দুঃখ এবং দুঃখের অভাবে ইত্যাদি

দেখা হ'ল না

তেমন কারো সঙ্গে দেখা হ'ল না
নদীর বাঁধে—
ধান কেটে নেওয়া মরা মাঠে
অরণ্যে
কিংবা শহরের জনারণ্যে কোথাও না

আমি আমাকে দেখাতে চাইনি
কাউকে দেখা দিইনি
আড়াল থেকে খুঁজেছি
নদীর বাঁধে
ধান কেটে নেওয়া মরা মাঠে
অরণ্যে
কোথাও তার দেখা পেলাম না

এখনো শীতের রাতে
একটা পাতলা ছেঁড়া পাঞ্জাবী গায়ে
এই ফাঁকা মাঠে
অজস্র জোনাকির ঝিকমিকির দিকে চোখ রেখে
কান পেতে আছি
অন্ধকারেও
যদি তার কণ্ঠস্বর শোনা যায়
গাছেদের ছায়া আরো গাঢ় হয়
চাঁদের মুখে মেঘ স'রে এলে
জলেতে আমার ছায়া দোলে দোলে
স্বপ্নের মতো আমি পথ হাঁটি

মরা মাঠ পার হয়ে যাই
সমাধির সাদা মন্দির দেখে থেমে যাই
ভ্রম হয় সে বুঝি দাঁড়িয়ে।

নদীর বাঁধ ভেঙে গেছে ক্ষতি নেই
জল নেই
পলিতে ঘাস হয়ে গেছে কবে দেখিনি
অলক্ষ্যে পথ হাঁটি
জানি না যে সেই নদী আর নদী নেই
কবে শীত এসে গেছে গাছেদের পাতা ঝরে
ঝ'রে ঝ'রে
মাটি ঢেকে যায় কুয়াশায় পাতা ভেজে
চাঁদের রঙ ঘোলা হ'য়ে যায়
আমার পথ চেনা হ'ল না
এখানে
কিংবা অন্য কোথাও শহরে
অরণ্যে
কিংবা জনারণ্যে
কোথাও তার দেখা পেলাম না

ভেবেছিলাম সে আসবে

তারপরেও আমি সেই বিস্তীর্ণ জলরাশির সম্মুখে দাঁড়িয়েছিলাম
অজস্র জলধারা ব'য়ে চলেছে কোন্ অজানার স্রোতে উদ্দাম বেগে
আমি জানতাম না
ভেবেছিলাম সে আর একবার আসবে
সেই নির্জন নদীতীরে সে আর একবার আসবে

আমার জন্মার্জিত দুটি দুর্বল পায়ে ভর রেখে
কঠিন মাটির উপরে দাঁড়িয়ে দ্বিপ্রহরের সূর্যের প্রখরতার মধ্যে
তারপরেও সেই নদীতীরে আমি
আমার সম্পূর্ণ সত্ত্বার একাকীত্ব নিয়ে
আমার হৃদয়ের গহীন শূন্যতার পিপাসা নিয়ে
আমার সারা জীবনের প্রথম ও শেষ ভিক্ষার প্রার্থনা নিয়ে
দিগন্তবিস্তারী আকুল আগ্রহে আমি দাঁড়িয়েছিলাম—
ভেবেছিলাম সে আর একবার আসবে

তখন বাতাসে কোন বার্তা ছিল না
রৌদ্রের ঔজ্জ্বল্যে কোনো মাধুর্য ছিল না
পাখীদের কণ্ঠে সঙ্গীত ছিল না
কুসুমের কাননে প্রজাপতি—
ধরণীর মাটিতে কোন মায়া ছিল না
শুধু নিরবধি অজস্র জলধারা ধাবমান উদ্দাম বেগে।
তবু ভেবেছিলাম সে আর একবার আসবে
এই নির্জন নদীতীরে সে আর একবার আসবে
আসেনি॥

তুমি জানো না

আজো সেখানে ফুল ফোটে
সবুজ পাতার আড়ালে পাখীরা গান গায়
মজা সরস্বতীর বুকে কচুরী পানার ময়ূরপেখম ফুল
আমার মনে পড়ে
শ্যাওড়ার ঝোপ থেকে নেমে আসা—
সোনার সূতোর মত আলোক লতা
আমার মনে পড়ে

তোমার পোষা সেই কাঠবিড়ালীর ছানা দুটো
আজ বুঝি কত বড় হ'য়ে গেছে
আজো তুমি হাতে ক'রে তাদের খেতে দাও।

সেই মাঠের ধারে—যেখানে আকাশ অনেক দূর
মাটির কাছাকাছি নেমে আসে
সেখানে তুমি বুঝি আজো যাও॥

আজো হাঁসেদের সারি ভেসে যায় তোমাদের পুকুরে
লাল সাদা শালুকের পাশ দিয়ে দিয়ে
আজো করবীর ফুল ফোটে
আজো আমের শাখা মুকুলিত হয়
বুঝি স্বর্ণচাঁপার দিন এলে তুমি হাসো
বুঝি বকুল ঝরার দিন এলে তুমি হাসো
আর পূর্ণিমা রাতে যুঁই-এর গন্ধে বুক ভ'রে নাও
পৃথিবীর সুখ
পৃথিবীর আনন্দসময়

পৃথিবীর রূপ রসে তুমি বুক ভ'রে নাও
প্রকৃতির ছয় ঋতু তুমি দুচোখ মেলে দেখে নাও ॥

শুধু জানো না
কোথাও—
এই পৃথিবীতেই অন্য কোথাও
শীত থেমে গেছে
শীত থেমে র'য়ে গেছে একেবারে
শুকনো বাতাসের শীত সেখানে রয়ে গেছে
সব পাতা ঝ'রে গেছে
র'য়ে র'য়ে
স'য়ে স'য়েও ঝ'রে গেছে
শুকনো বাতাসে উড়ে গেছে
কারো আঙিনা ভ'রে গেছে
কোথাও
শুধু ডালপালা নিয়ে অসহায় গাছেরা নীরব প্রতীক্ষায়
নিশ্চল নিথর দাঁড়িয়ে আছে
তুমি জানো না ॥

ভালবাসা ফুল থেকে ফুলে

আজ ভালবাসা আছে এখানে
কাল ভালবাসা যাবে অন্য কোথাও
আজ ভালবাসি তোমাকে
কাল হয়ত অন্যকে
তুমি গাঁদা ফুল, বড় সুন্দর তুমি
বড় ভালবাসি কাছে থাকো।
মালা হও
তোমায় কণ্ঠে দোলাই
আহা-হা ও কে গোলাপ! বড় সুন্দর বড় মধুর তুমি
খুব ভালবাসি কাছে এসো।
কত নরম
তোমায় বুকে তুলে রাখি॥

ভালবাসা ফুল থেকে ফুলে
দুলে দুলে
এক থেকে দুইয়ে দুই থেকে তিনে
আজ তুমি, কাল সে
ভুল করে গাঁদা নিয়ে—ছি ছি
ওগো গোলাপ তুমিই ঠিক, এসো এসো
আজ ভালোবাসি তোমাকেই॥

আসলে তা বলি না

কাউকে যে কথা বলি
আসলে আমি তা বলতে চাই না
তোমাকে যে কথা বলি
তাও ভুল ক'রে বলি

যখন অন্য দিকে চেয়ে থাকি
তখন তোমার মুখটাই ভাবি
যখন তোমার মুখের দিকে তাকাই
তোমার মুখ তো দেখা হয় না
অন্য কথাই ভাবি

ঘরে ব'সে ভাবি আজকে তোমার হাতটা ছোঁব
আমার হাতের কাছে তোমার হাতটা এলে
তোমার পায়ের দিকে আমার চোখ যায়

মুখে তোমায় বলতে না পেরে
ভাবি লেখা অনেক সহজ হবে
লিখে ফেলি রাত্রি জেগে
কিন্তু তোমায় দেওয়া হয় না

তুমি ডাকলে কাছে যাই
তোমার চুলের গন্ধ
তোমার শাড়ীর ছোঁয়া
তোমার চটির ধুলো

আমি হাত বাড়ালেই পাই
লজ্জায় তা পারি না।

আসল কথা অরণ্য চাই
গভীর গাঢ় অরণ্য
সেথায় আমি বন্য হব
বুনো ফুলের মালায় তোমায় সাজিয়ে
বুনো ফুলেই পুজো ক'রে
আমি ধন্য হব।
আসল কথা তোমায় বলতে না পেরে
কাব্য করি
তুমি কি তা বোঝ না -
কাউকে যে কথা বলি আসলে তা বলি না

হৃদয়ে

হৃদয়ে অবিরাম রক্ত ঝরে
ভালবাসা : কটাহে জীবন্ত মাছের মত।
তার আর্তনাদ শোনা যায় না
অবশেষে পাখী ঝুলে থাকে বিদ্যুতের তারে
নীরব
স্থির বোবা দৃষ্টিতে

পদ্মের সমুদ্র কতদূর
সেখানেই যাব আমি সন্ধ্যার আগে
নীরবতার মধ্যেই
সব কিছুর সমাপ্তি
এখন সমাপ্তিই কাম্য পথশেষে
দূর থেকে আরো দূরে যেতে হবে
আকাশের কাছাকাছি
সেখানেই পাওয়া যাবে অন্ত
অন্তর্লীন হবে সবকিছু

হৃদয়ের বাসনাগুলি মিশে যাবে
গাছের পাতা
মাঠের ঘাস
বাতাস
আর সকালের আলোর মধ্যে
দুঃস্বপ্নের রাত কেটে ভোর আসবে
এখানে অবিরাম ঝরে রক্ত : হৃদয়ে॥

এখন অবশিষ্ট

ওপারে নীল আকাশ ধূসর নদীর চর সবুজ বনভূমি
সুন্দর
এপারে মোষের খাটাল
অন্ন ব্যবসার মহোৎসব
মাঝখানে নীরবে বয়ে চলে গঙ্গা অবিরাম
কালের স্রোত

নারীর প্রসাধনের মত মন বদলায়
মন চঞ্চল হয়
চাওয়ার দিক নির্ণয় কাঁটা ভেঙে দুমড়ে যায়
রামধনু ছায়া ফেলে আকাশে জলে
চশমার কাঁচে
প্রলুব্ধ মন স্বর্গসুখ খুঁজে বেড়ায়
দুর্গন্ধ বিষ্ঠার আবর্তনে

সহসা একদিন
তখন দ্বিপ্রহর কিংবা রক্তিম সূর্য অস্তাচলে
উচ্চকিত বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ায় মন
শবদাহের গন্ধ আসে নাকে
পঞ্চভূতের বিভাজনদৃশ্য খুলে দেয় সম্পূর্ণ জীবন তার
যা হ'তে পারত মহাভারতের সর্ব পর্ব সমন্বিত সত্য
হ'ত চেতনায় বিম্বিত মনোরম চলচ্চিত্র এক
সুগন্ধ

হ'ল না

হয়নি তা।

এখন দেখা যায় শুধু

কোন রকমে ছানিপড়া দৃষ্টি মেলে

ওপারে নীল আকাশ সবুজ মাঠ

এপারে এখনো মোষের খাটাল।

ভালো আছি

অনেক দিন পর দেখা হ'ল তোমার সঙ্গে জনবহুল পথে
তুমি জিজ্ঞেস করলে কেমন আছো
আমার ঠোঁটের আগায় অভ্যাসের বশে এসে গেল
ভালো আছি।
কথাটা আমি কিন্তু তখনো বলিনি
বিদ্যুতের ধাবমান আলোর মত এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে গেল
আমার চিন্তা
অতীতের উজ্জ্বল স্মৃতিকুঞ্জের এলোমেলো পথে—
আলাপ পরিচয় রাগ অনুরাগ আকর্ষণ অবহেলা
এবং পৌনঃপুনিক ভুলের অবরোহ-আরোহজনিত বেদনা
যা কিছু নদীর জলের মত ব'য়ে গেছে চলে যাওয়া দিনগুলির সঙ্গে
আমার পথ ভুল ক'রে অভীষ্টে না গিয়ে সরোবরের তীরে ব'সে
পদ্মে ভ্রমরের খেলা দেখা
সব কিছু মুহূর্তে চকিত বিদ্যুতালোকে প্রতিভাত হয়....
বুঝতে পারি না
তুমি কোন গন্ধ থেকে জানতে চাইলে আমি কেমন আছি।
বুঝতে পারি না
ভালো, কিংবা শুভ্র : কোন্‌টা বললে তুমি খুশী হবে।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতায় কেটে যায়।
অজস্র মানুষ আর যান বাহন সশব্দে আমাদের পাশ দিয়ে চলে যায়
সেই শব্দের মধ্যে আমরা নীরব।
তোমার কৌতুক মিশ্রিত দুটো চোখ আমার মুখের উপর
আমার দৃষ্টি তোমার ভুরুর সন্ধিতে
আমি বুঝতে পারি তোমার চোখ খুঁজছে আমার মুখে
আমার মুখের রেখায় তোমারই চিহ্ন

ফিরে পাওয়া উদ্যানে গাছের গায়ে লিখে রাখা তোমার নাম
তুমি দেখতে পাও কিনা
এক মানবিক তৃষ্ণায় তুমি পিপাসিত আমি বুঝতে পারি
বুঝতে পারি তোমার প্রশ্ন : জানতে চাইছে আমার মন
আমার মনেও কত বড় করে লেখা আছে তোমার নাম....
আমার দৃষ্টি তোমার ভুরুর সন্ধিতে
অজস্র মানুষ আর যানবাহন সশব্দে আমাদের পাশ দিয়ে চলে যায়
ভালো আছি
কথাটা কিন্তু এখনো বলিনি
কি অদ্ভুত : কী অপূর্ব বাসনা
নরম মাটির বুকে নদীর স্রোতের মত জল খেলা খেলে যাও অনায়াসে
খেলে চ'লে যাও গতির বেগে সুখ-সমুদ্রে
চেয়ে দেখনা
নরম মাটির বুকে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয় : গাঢ় অন্ধকার
জল থেকে যায় কিছু স্মৃতিমৎস বুকে নিয়ে
প্রত্যাশী আবার স্রোতের
বেলা বাড়ে
কয়েক সেকেণ্ড নীরবতায় কেটে যায়
অজস্র মানুষ আর যানবাহন আমাদের পাশ দিয়ে চলে যায়
তোমার কৌতুক মিশ্রিত চোখ দুটিতেও স্মৃতির বিষণ্ণ ছায়া নামে
দৃষ্টি চলে যায় আমার মুখ থেকে স'রে পাশ দিয়ে দূরে।
আমি হৃদপিণ্ড আর হৃদয়ের পার্থক্য উপলব্ধি করি
বুকের ভিতরে শরতের শ্বেতশুভ্র মেঘরাশি গুমরে ওঠে

অলক্ষ্যে হাতের আঙুলগুলো মুষ্টিবদ্ধ হয়
মনে হয় সামনের দেবদারু গাছটার সব পাতা ঝ'রে যাচ্ছে
আমাদের আশপাশের সমস্ত মানুষ এবং যানবাহন
যে যেখানে ছিল সব থমকে থেমে গেছে স্থিরচিত্রের মত
সমস্ত শহর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড নীরব স্তব্ধ উৎকণ্ঠিত
শুধু তোমার চোখের পাতা কম্পমান
শুধু তোমার নিশ্বাসের শব্দ ধ্বনিত হয়
তুমি কেমন আছো
জগতের এত বড় প্রশ্নের কাছে আমি আর নীরব থাকতে পারি না
বললাম শুধু—ভালো আছি !!

তৃতীয় পর্ব

অতঃপর পাওয়া গেল
অতঃপর পাওয়া গেল একটি সাদা পর্দা
যদিও খুবই মিহি এবং পাতলা বুনোটের
তবুও আমি নিশ্চিত যে যত কাল যাবে
এবং যত কাচা হবে
এই বিস্মৃতির পর্দাটি ততই মোটা হবে
এবং প্রয়োজন মেটাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে
নিরবধি কালের জন্য।

এখনও আবছায়া প্রতিভাসে প্রতিভাত হয়ে কিছু কিছু
প্রলুব্ধ সারমেয় শিক্ষার জ্যাকেট খুলে ফেলে যেমন
কখনো কখনো কাকের মুখে গোমাংস দেখে
কিন্তু পর্দায় চেতনার বাতাস লাগলে
মেঘে ঢেকে যায় সব
এবং পর্দার বুনোট ততই স্বতঃই মোটা হয়
আমি নিশ্চিন্ত : নিরবধি কালের জন্য॥

একটি মৃত্যুর পরে

১

তখন আশেপাশে কেউ ছিল না
দরজাটা বন্ধ ছিল
কোথা থেকে বেনামী এবং বেহিসাবী এক ঝলক বাতাস এসে
দরজাটা খুলে দিল
কিছু অসমাপ্ত কবিতা লেখা কাগজ সেই বাতাসে
ছড়িয়ে পড়ল তার শরীরের চারপাশে
যে নদীটা শেষ মুহূর্তেও তার চোখের মধ্যে ব'য়ে যাচ্ছিল
তখন সেটা টুকরো টুকরো কাচের মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল
এবং অস্তগামী সূর্যের ফ্যাকাশে হলদে আলোয়
সেই নদীর টুকরোগুলো
তার প্রিয় খাদ্য শোনপাপড়ির মত স্বাদ বিকিরণ করছিল
তখন আশেপাশে কেউ ছিল না
কিন্তু তবুও সে একটা কথা বলতে চেষ্টা করেছিল
সে আশা করেছিল কথাটা
এই কক্ষের মধ্যেই ধ্বনিত হ'তে থাকবে
এবং যদি কেউ আসে তাহলে সে শুনতে পাবে
কিন্তু সে নিজেও জানতে পারেনি যে
তার কথাটা উচ্চারিত হয়নি
কারণ প্রাক্কালেই সে গত হয়েছিল।
খোলা জানালা দিয়ে কিছু শুকনো পাতা উড়ে এল
ছড়িয়ে পড়ল কবিতা লেখা কাগজগুলোর সঙ্গেই এদিক ওদিক
একটি পাতা আটকে গেল তার রুক্ষ চুলের মধ্যে
চুলগুলো পূর্বেই মৃত ছিল কি না জানা যায়নি
কারণ শরীরটা যত শীতল হচ্ছিল

চুলেরা তা হাচ্ছিল না।
তারা আগের মত মৃদু বাতাসে তিরিতিরি কাঁপছিল।

তার চোখের পাতা দুটি এমন ভাবে খোলা
এবং ঠোঁটের ভঙ্গিটি এমন অবস্থায়
যে মনে হয় এখনও সে জীবিত
এবং বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় এখনও সেই নদীটির কথাই ভাবছে
কোন এক অতীত ফাগুনের বিকেলে ভাঁটার স্রোতের দিকে চেয়ে
নরম বালিমাটির চড়ায় সে খালি পায়ে দাঁড়িয়েছিল
অদূরে রেল ব্রীজে গুমগুম শব্দে গাড়ী যাচ্ছিল
জলেতে সেই ব্রীজ আর চলন্ত গাড়ীর ছায়া পড়েছিল
এবং দক্ষিণ থেকে সেই একরকম বাতাস ব'য়ে চ'লেছিল
এই মুহূর্তেও সেকথাই ওর মনে পড়ছে
এবং ও যে সেখানেই এখনও দাঁড়িয়ে...
আজ বিকেলে অজয় নামের ছেলেটির আসার কথা ছিল
সে বলে গিয়েছিল দোকানের মালিককে ব'লে
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসবে
এবং যে বাড়ীতে সে একদিন দুপুরে চিঠি দিয়ে এসেছিল
একটা সাইকেল ধার ক'রে
সেখানেও একটা খবর দিয়ে আসবে
"আর ওষুধটা খেতে ভুলবেন না যেন"
অজয় আসবার আগেই এক ঝলক উল্টো বাতাসে
দরজাটা আবার বন্ধ হয়ে গেল
জানালার পাল্লাটা দড়াম করে শব্দ হ'য়ে আবার খুলেই রইল
কয়েকটি মাছি দেখল এখন আর কেউ হাত তুলে তাড়াচ্ছে না
তারা নির্ভয়ে তার ঈষৎ উন্মুক্ত মুখের মধ্যে
সহজেই ঢুকতে এবং বেরোতে লাগল

এবং তারা অনুভব করল লোকটির শরীরটা
এখন তাদের পক্ষে
বেশ অনুকূল এবং ক্রমশ উপাদেয় হ'য়ে উঠছে।

এবং ঘরের মধ্যে ছায়া গাঢ়তর হয়
তার নিষ্প্রাণ শরীরের শীতলতা বাড়ে
মুখের মধ্যে আরো গাঢ় অন্ধকার জমা হয়
চোখ দুটো সমানে
স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে বন্ধ দরজার দিকে
এখন কে আসবে সে জানে না
সেই নদীটিও ভেঙ্গে ভেঙ্গে কোথায় কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে
পৃথিবীতে তার শরীর আছে
পৃথিবীতে সে নেই॥

২

তাঁর কোন নাম নেই
তাঁর কোন অস্তিত্ব নেই প্রাণ নেই
অথচ অনেকের জন্য তিনি নাম দিয়েছেন
অস্তিত্ব—প্রাণও দিয়েছেন
তিনি নেই
অথচ তিনি আছেন
তিনি স্বলোকে স্থির
অথচ তিনি সর্বলোকে অস্থির
তিনি নিজে অশরীরী
অথচ অন্যকে শরীর দেন।

একটি মানুষের মৃত্যুর পর অনেক কিছুই ঘটে
আলো অন্ধকার হয়

রূপ হয় অরূপ
রূপান্তর হয় রঙে রসে শব্দে চেতনায় প্রতিবিম্বে
যোগে বিয়োগে ভগ্নাংশে

যার একটু আগেই মৃত্যু হল
সে আর জাগবে না
সে আর বিছানায় উঠে বসে সাংবাদিকদের বলবে না
আগামীকালের সংবাদপত্রের জন্যে
তার মৃত্যু সংবাদ
সে আর উচ্চারণ করবে না যে
মৃত্যুটা কোমল না কঠিন
স্বাদু না বিস্বাদ
কর্কশ না মসৃণ না পানীয়ের মত তরল
কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম

তুমি জল হও

পাতায় জল পড়লে পাতা কেঁপে ওঠে
জল কি কাঁপে না
জল বড় দলবাদী
জলে জল বড় দ্রুত মিশে যায়।
মিষ্টি জল বলে না যে
সে লোনার সঙ্গে মিশবে না
লোনারও আপত্তি নেই মিষ্টিতে মিশতে।
জল বড় স্থির—অথচ
ছুঁলেই কেঁপে ওঠে নাড়ালেই নড়ে
জল বড় বাধ্য
ঢেলে দিলেই গড়িয়ে যায়
রেখে দিলে থেকে যায়
উত্তাপে শুকিয়ে যায়
নিজের চিহ্নটুকু রাখে না
জল বড় অভিমানী।
তুমি জল হও॥